শহরবানু

শহরবানুও নালিতাবাড়ির কালাকুমা গ্রামের বাসিন্দা। সম্পর্কে যে আমিরজানের দেবরের স্ত্রী। একাত্তরে তার স্বামী কলিমউদ্দিনকে বিহারিরা গুলি করে হত্যা করে।

ঘটনার দিন কলিমউদ্দিন গিয়েছিল তন্তুর গ্রামে তার মেয়ের বাড়ি। কারণ সেখানে তার মেয়ের দেবর অসুখে মারা গিয়েছিল। কলিমউদ্দিন গিয়েছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। তন্তুরগ্রামের বিহারিদের রাগ ছিল কলিমউদ্দিনের ওপর। কারণ কলিমের ভাতিজা ইদ্রিস (আমিরজানের ছেলে) মক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল এবং সে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপারেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। বিহারিরা কলিমকে ধরে নিয়ে যায় ভোগাই নদীর পাড়ে এক কবরস্থানে। সেখানেই তাকে তিনটি গুলি করে। কলিমউদ্দিন গুলি খাবার পর কাতরাতে কাতরাতে বলেছিল আমাকে একটু পানি দাও কিন্তু পানি পাবার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে।

শহরবানুর খালাশাশুড়ি ওই পাড়ায় থাকেন এবং সে এসে কলিমউদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ জানায় তাকে। শহরবানুর কোলে তখন সাত মাসের এক শিশু। মোট তিন ছেলে দুই মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর অসহায়ের মত দিন কেটেছে তার, ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে যান ময়মনসিংহের ত্রিশালে, আত্মীয়ের বাসায়। মানুষের বাড়িতে ধান ভেনে সংসার চালান। ধান ভানা ছাড়াও মানুষের বাসায় কাজ করেছন বাচ্চাদের মুখে অন্ন যোগাবার জন্য। অথচ যখন স্বামী বেঁচেছিলেন তখন গৃহস্থ ছিলেন। অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। স্বামী মারা যাবার পর প্রথম ঘর থেকে বাইরের দুনিয়াতে পা রাখেন। দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেন নি। ছেলেরা বড় হবার পর ত্রিশাল থেকে আবার স্বামীর ভিটায় ফিরে এসেছেন। শহরবানু জানালেন, স্বামী মারা যাবার পর সেই যে দুঃখ শুরু হলো, তা এখনও ঘোচেনি। প্রতিবছর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে যেসব সভা হয়, তিনি সেসব অনুষ্ঠানে যাননি কখনো এবং তাঁকে কেউ কখনো ডাকেও নি।

শহরবানুর মত অনেকের ত্যাগ ও অবদানের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আমাদের কর্তব্য তাঁদের সেই অবদান ও ত্যাগের মর্যাদা দেয়া। আমাদের কর্তব্য পালন করার সময় বয়ে যাচ্ছে।

সঙ্কলনে সুরাইয়া বেগম